# বিলাসী

জীবনানন্দ দাশ



বিলাসী বলছে, 'গা-বমিবমির জন্যও নয় - গর্ভের যন্ত্রণার জন্যও নয় - কিন্তু বিয়ের আগে যে-সব হাজার-হাজার পুষ আমি দেখেছি, তাদের ভিতর কয়েকটির কথা এই ছ'মাসের ভিতর অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে; তোমার বদলে তাদের যে-কেউ এসে আমাকে চাইলে আমি তাকে - খুব গভীর ভাবেই হয়তো - আমার সঙ্গে মিশতে দিতাম। কিন্তু তুমি - তোমার কথা তুমিই জান।

'কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে - আমাদের সব মানুষগুলোর পশুপাখি কীট-ফড়িঙেরও সব রকম সকলকার দিকে তাকিয়ে - জীবনের কথা আমি যতদূর চোখ দিয়ে দেখতে পেরেছি ও ভেবে দেখেছি, ততই মনে হয়েছে যে, ভগবান ব'লে এ-সৃষ্টিতে কেউ যদি থাকে তো ময়ূর ময়না হরিণ প্রজাপতির মত সুন্দর জিনিষগুলোকেই শুধু ক্ষুধা দেয়নি, ক্ষুধার তৃপ্তি দেয়নি, ক্ষুধার সন্তান দেয়নি, অসুন্দর জন্তুকে - মানুষকেও - তেম্নি তীব্র, তার চেয়েও উগ্র ক্ষুধাই দিয়েছে - এমন কী তার সেই ক্ষুধা মেটাবার জন্য সুন্দর-সুন্দর শরীরের যোগানও ভগবান দু'হাত ভ'রে দিয়েছে। সুন্দরকে নিয়ে নিষ্ঠুর রাক্ষসের মত লুটেছে, অপচয় করেছে, উজাড় দিয়েছে -

'এই সবের থেকে কুৎসিৎ ডিম - বীভৎস সন্তান - বিকট জানোয়ার সব জন্মাবার জন্য; কোথাও বিবেক নেই যেন, কোন বিচার নেই; সুন্দরকে - আমি আবরণটার কথাই বলছি এখন, আমাদের দেহের সৌন্দর্যের কথা কিন্তু তাকিয়ে দেখো তো - ছুঁয়ে দেখো তো - দেহের সৌন্দর্যের কী গভীর স্পর্শ-'

বিলাসী আগাগোড়া তার শাড়িটা খসিয়ে ফেলে বানুর কোলের উপর ব'সে বলছে ঃ 'সুন্দরকে ঠুন্ডোমুন্ডো ক'রে দিলে ভগবানই যখন কোনও বিবেকের কামড় খায় না - তখন আমাদের আর কি? - আজ থেকে তুমি আমাকে দিয়ে যত সন্তান চাও - তোমার মত বিকৃত চেহারার যত ছেলেপুলে পৃথিবীতে আনতে পার, এনো -
'আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই -'

বধূর গলার ভিতর কোনও বিরক্তিও নেই।
না আছে তার একটি রোমের ভিতরেও একটুকুও বিদ্রোহ।
ভগবানও কোথাও ব'সে থেকে কাউকে কিছু মানা করছে না।
কিন্তু নিজে সে কুৎসিৎ বা বীভৎস কিছু না হ'লেও - ভানুর সমস্ত বিবাহিত জীবন তাকে বাধা দিচ্ছে।

সে কবি; - থিয়েটারের কবি নয়; মেলোড্রামারও নয়; পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে একটু-একটু ক'রে জীবনকে বুঝে - সত্যকে জমিয়ে কবি সে; গত ছ'মাস ধ'রে অনেক সত্যকে সংরক্ষণ করেছে সে, জীবনটাকে আরও অনেকখানি অনুভব করেছে।

কেউ মা হতে যাচ্ছে না; কেউ পিতা হতে যাচ্ছে না; অন্ততঃ আজ রাতে তো কিছুতেই নয়।

কোনও সুন্দর সফল পুষের হাতে আজ রাতে কিম্বা কোনও রাতেই - কারণ তেমন পুষ কোথায় পাবে সে? - বিলাসীকে ছেড়ে দিতে না গেলেও তার কথার সত্য ভানুর কাছে নতুন কিছু উদ্‌ঘাটন করেছে বটে - (পুরানো কিছু আজকের রাতের মত নতুন ক'রে।)

বিবাহের জীবনটা এই রকম ধাক্কারই বটে; হয়তো সমস্ত জীবন ব'সেই ঘ্যাড়ঘ্যাড়ানির আর শেষ থাকবে না।

কিন্তু তাই ব'লে জীবন - বিবাহের জীবনও বিফল নয়; বিলাসীকে না পেলে এই ছ'মাসের অভিজ্ঞতাগুলোকে কোথায় থেকে সে পেত?

এই মুহূর্তের পর মুহূর্তের অভিজ্ঞতাগুলো জীবনকে আরও অনুভূতি দেয়নি কি? আরও বোধ? আরও গভীরতা? সব চেয়ে বড় আকাশও যেমন আরও এক আকাশে গিয়ে নিস্তার পায়, তেম্নি এক নিস্তার?

জীবনটা এই সব অভিজ্ঞতার জন্য অনুভূতির জন্য - এই আগ্রহের জন্য, আন্তরিকতার জন্য - এই সব নতুন সত্যের জন্য; লালসা ক্ষুধা ঠাট্টা নিষ্ঠুরতা শূন্যতা অবিবেচনা অবিচার - নক্ষত্র্য কাদার ভিতরে ডুব দিয়ে জানাবার জন্য - বুঝবার জন্য এই জীবন?

বিয়ের পর মানুষ জীবনটাকে আরও ঢের বেশি ক'রে বুঝবার সুবিধা পায় ঃ লোচ্চামি ভালোবাসা পরামর্শ দয়া সঙ্গ বন্ধুত্ব বধূ যদি তোমাকে কিছু না-ও দেয়, প্রতি মুহূর্তই তবু তোমার জীবনের সঙ্গে ঘষা খেয়েই একটা নতুন চমক দিয়ে যাচ্ছে যেন ঃ হাজার-হাজার বছর পরে জীবন যদি কোথাও বেঁচে থাকে, তা হ'লে তার অগাধ অভিজ্ঞতার ভিতরে এর প্রতিটি ফুলকিরই একটা জায়গা হবে।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com